ভোরের কাগজ

পৃষ্ঠা ...৩ কলাম ...৫....

অগোছালো আয়োজনে ফরিদপুরে বইমেলা শেষ হলো

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুর শহরের ব্রাহ্ম সমাজ সড়কে স্থাপিত হয় ২৫টি স্টল। তার মধ্যে মাত্র ৭টি স্টলে বই ছিল। এই হচ্ছে ফরিদপুর বইমেলার অবস্থা। করুণ এ পরিস্থিতিতে বাকি ১৮টি স্টলের মতোই প্রায় ফাঁকা ছিল বইমেলা চত্বর। মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজনে শিল্পী-প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক-শিক্ষক সংগঠকের আগমনে কিছুটা মুখ রক্ষা হয়েছে মাত্র।

ফরিদপুর বইমেলা উদযাপন কমিটির ব্যানারে জেলা প্রশাসনের মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি হিসেবে ৫ দিনের এই বইমেলা আয়োজিত হয়। ফরিদপুর পৌরসভা সার্বিক উদযাপন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল।

২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বইমেলায় শুরু থেকেই অগোছালো ও পরিকল্পনাহীন আয়োজনে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদ্বোধনী দিনে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) যিনি বইমেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক, ফরিদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দসহ আয়োজকদের সবাই থাকলেও শেষ দিনে তারা অনুপস্থিত ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মফিজ ইমাম মিলনকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যায়। উদ্বোধনী দিনে পৌর চেয়ারম্যান সমাপনী দিনে ফরিদপুরের জীবিত ভাষা সৈনিকদের সংবর্ধনা দানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাপনী দিনে তা করা হয়নি। কেবলমাত্র দুজন ভাষা সৈনিক এস এম নূরুন্নবী ও মহিউদ্দিন আহম্মেদকে সমাপনী আয়োজনে সম্মানিত অতিথি করে বক্তব্য দেওয়ানো হয়। তারাও ফাঁকা স্টল, দর্শকশূন্যতাসহ বিশৃঙ্খল আয়োজনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সমাপনী দিনে আরো ছিল একক অভিনয় প্রতিযোগিতা ও শিল্পকলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিম্নমানের পুরস্কার এবং স্বাক্ষর ছাড়া সনদপত্র নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিজয়ী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা।